

বগিত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন ঘটনাটি ঘটেছে সটেইছিল। বিশ্বে দুটি বিশিষ্ট বশক্ তরি ঘাঝে একটরি পরাজয় এবং বলিপ্তা বিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকের্ড। এবং সবে ইতিহাস নর্ঘতি হয়ছিলি আফগানগানদের হাতে। বলিপ্ত সবে বিশিষ্ট বশক্ তটিছিল। সবে ভয়িতে রাশিয়া। আফগান যবে জাহদিগণ দীর্ঘ ১০ বছরের যুদ্ধে সবে ভয়িতে রাশিয়ার এটাইই অর্খনতৈকি রক্ তক্ ঘরণ ঘটয়িছিলি যবে দেশেটির পক্ ষে তার বিশাল দহে নয়ি টেকি থাকাই সম্ভব হয়নি। সদনি জটিছিলি আফগান যবে জাহদিরা। সটেই তন্ য কনে দেশেরে সাথে কয়েলশিন করে নয়। সবে বজিয়ে ফলে ডজন খানকে স্ বাধীন রাষ্ট্রেরে জন্ ম হয়ছিলি। তখচ সবে ভয়িতে রাশিয়া চীনেরে যত জনসংখ্ যায় বিশ্বে সবে সবচেয়ে বড় দেশটেকি আদর্শকি দখলে নয়িছিলি। দখলে নয়িছিলি ইউরোপেরে অর্ধকে রাষ্ট্রককে।

এর পূর্বে শতাব্দতি তথা উনবিশ শতাব্দতিও তারা আরকেটি বিশিষ্ট রকের্ড গড়ছিলি। সটেইছিল, সবে সঘয়েরে বিশ্বে একমাত্র বিশিষ্ট বশক্ তিগ্ রটে ব্ রটিনেকে শেচনীয় ভাবে দুই বার পরাজতি করছিলি। একবার তে। হামলাকারি ব্ রটিশি সনোদলকে সম্ পূর্ণ নশি চহি ন করে দয়িছিলি। পালয়ি প্ রাণে বখেছিলি মাত্র কয়কেজন। তখন তাদের জনসংখ্ যা আজকেরে বাংলাদেশেরে একটা জিলেরে সমানও ছিলি না। তখচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরেও বেশী জনসংখ্ যা নয়ি পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ১৯০ বছর ব্ রটিশিরে গেলামী করছে। আফগান যবে জাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্ যাট্ রকি করত য়াচছে। বিশিষ্ট বশক্ তরি উপর এটি হব তে তাদের ত্ীয় বজিয়। তারা পরাজতি করত য়াচছে শুধু মার্কনি বাহনীককে নয়, ন্ যাটেরে সম্ মলিতি বাহনীককে। একবিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটিইবে আরকে নয়া রকের্ড। পরাজয়েরে সবে ঘন্টা বজে উঠছে পাশ্ চাত্ ঘেরে মডিয়াতে। ব্ রটিনেরে গার্ডিয়ান পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট সাইমন জনেকনি স্ সটেই স্ স্পুষ্ট করে লখিছনে গত ২০ই আগস্টেরে সংখ্ যায়। তার মতে, আফগানসি তান ন্ যাটেরে কনে ভবষি য় নই। তারা যবে পরাজতি হ্ চছে তা নয়ি আরে সাযান্ যতম সন্ দহেও নই। তার কথায়, মার্কনি যুক্ তরাষ্ট্রের যদকি থাও আরকে ভয়িতে নামেরে দকি দ্ রুত ধাবতি হয় সটেই আফগানসি তান। সমগ্ র বিশ্বে লড়াকু জহিদিদেরে জন্ য বড় কাঙ্ খতি স্ থানটি প্রখন আর ইরাক নয়, সটেই আফগানসি তান। ন্ যাটেরে পরাজয়েরে সবে স্ র ধ্ বনতি হয়ছে ব্ রটিনেরে ইনডপিনেডনে ট পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট রবার্ট ফস্ কেরে লখোতেও। ২০০১ সালের অক্টে বরে মার্কনি বাহনী দেশটেকি দখলে নলিওে শুরুতই তারা ব্ বাত পেরে দেশটেকি নয়িন্ ত্ রণে রাখা তাদের একার পক্ ষে সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশেটিনিয়িতন্ ত্ রণেরে দায়ভার চাপায় ন্ যাটেরে উপর। ফলে হাজরি করে প্ রায় ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সনে যককে। এখন দাবী উঠছে, আরে। সনে য চাই। বাড়তি সনে য সংখ্ যা বজিয়ে সম্ ভাবনা কি আদে। বাড়াবে? পুরে মাছেরে সংখ্ যা বাড়লে যমেন শকিরীর ম। স্ য শকিরে স্ বাধি হয় তমেন স্ বাধি হব তে তালবোনদেরে। সাবকে মার্কনি প্ রসেডিনে ট জমিকার টারেরে নরিাপত্ তা বধিয়ক পরামর্শ দাতা ম। ব্ রেজেনিস্ ক বিলছনে, আফগানসি তানে সনে য বাড়িয়ে কনে লাভ হব না। বরং এতে আফগানদেরে ক্ রে। খ বাড়বে।

হতাশা ফুটে উঠছে এমনি আফগানসি তানে মার্কনি বাহনীর কমান্ডারেরে সাম্ প্ রতকি বক্ তব্ যও। তনি বিলছনে, যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র ধ্ বংস ও পাক-আফগান সীমান্ ত দয়ি তাদের তনু প্ রবশে বন্ ধ করত না পারলে বজিয় অসম্ভব। যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র বলতে তনি বি্ বায়িছনে পাকসি তানেরে সীমান্ ত প্ রদশে ও বলে চপি তনকে। কনি তু সটেই কি সম্ভব? সটেই সম্ভব নয় বলই নশি চতি বলা যায়, আফগানসি তানে তাদের বজিয়ও অসম্ভব। মার্কনি যুক্ তরাষ্ট্রের তার নজি সীমান্ তে বিশাল উণ্চু দোওয়াল ও বদে যুতকি তারেরে বডো দয়িও প্ রতবিশী মকে স্কিকে। থকে বটেইনী তনু প্ রবশেকারদিদেরে প্ রবশে একে দিনেরে জন্ যও রুখতে পারনে। যবে যান্ য আটলান্ টকি বা প্ রশান্ ত মহাসাগর অতিক্ রম করত পেরে তারা কি একটা দেশেরে সীমান্ তও অতিক্ রম করত পেরে না? প্ রতবিছর হাজার হাজার মকে স্কিন প্ রবশে করছে যুক্ তরাষ্ট্রেরে। আর পাক-আফগান সীমান্ ত সমভূ মনিয়, সম্ দ্ র-ঘেরোও নয়, বরং দ্ র গম পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্ গলে ঘেরে। ফলে এ সীমান্ ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বসি ত্ ত পাহাড়

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

পৰ্বতেরে কে না কে না দয়ি়ে কে কভিাবে প্ৰবশে করছে স্টেটিকিয়কে লক্ষ সীমান্ত প্ৰহরী দয়ি়েও কবি়ুখা সম্ভব? স্টেটিকি দখলদার রুশ বাহিনী পারনো। ভারত শাসনকালে ব্ৰিটিশরাও পারনো। ন্যাটো বাহিনীও পারছে না। তখচ ন্যাটো সো পাহারাদাররি দায়িত্ব চাপাচ্ছে পাকিস্তানের উপর। পাকিস্তানের সো অর্থ, খবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নাই। ভারতের সাথে তার নজিরে সীমান্ত পাহারা দতিই পাকিস্তান হিমিসীম খাচ্ছো। সম্ভবত কাশ্মীর অশান্ত হওয়ায় তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছে। ফলে তারা কনে নজি খরচাে আফগান সীমান্ত পাহারা দবি? এটিতে আফগান সরকার ও মার্কিনীদের কাজ। মার্কিনীদের চাপে তাদের তনুগত বন্ধু জনোরলে মোশাররফ তবুও বহু চেষ্টা করছে, কনি্তু পারনো। তখচ মোশাররফেরে সো ব্ৰততা মার্কিন প্ৰশাসন মনে নতিে পারনো, বলছে মোশাররফ একাজে আন্তরিকি ছিলি না। এখন তালবানদেরে শক্তিবৃদ্ধি জনি় দোষ চাপয়ি়েছে পাকিস্তানের সরকার ও তাদের গেষনে দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষেদকিে বৃশ প্ৰশাসনেরে ক্বেতি এতটাই বেড়েছেলি যে মোশাররফেরে অপসারণেও সায় দয়ি়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নজিরোই বহুবার বেমা বর্ষণ করছে এবং বহু নিরপরাধ নরীহ মানুষকে তালবান বলে হত্যা করছে। আর এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতকিে আরো অস্থিতিশীল করছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মার্কিন বেমা বর্ষণে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ঘভোবে লংঘতি হলো। স্টেটিকি পাকিস্তানেরে কে না সরকারেরে পক্ষ মনে নেওয়া সম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারেরে পক্ষ তন্ত ঘনত কঠিন হয়ছে মার্কিনীদের পক্ষ নেওয়া। এতে তালবান বাহিনীর রিক্টিমেন্ট ও সমর্থণ বেড়েছে প্ৰচন্ড ভাবে, এবং স্টেটিকি বাঘাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেরে রণক্বেতে রে। তালবানরা যে শুধু আফগানিস্তানেরে ৭০% দখলে নিয়ি়েছে তাই নয়, পাকিস্তানেরেও সীমান্ত প্ৰদশে ও বলে চিপ্তানেরে বিশাল পাহাড়ী এলাকাও নজি দখলে নিয়ি়েছে। পাকিস্তানেরে পুলিশি বা প্ৰশাসনেরে কর্মকর তাদের প্ৰবশে স্থানে অসম্ভব। পাকিস্তান সনোবাহিনীকেও যতে হয় হলেকিপ্টির গানশপি ও ভারিকামান নিয়ি়ে। স্টেটিকি কয়কে দনিরে দখল জময়ি়ে রাখার জনি়।

ন্যাটোর ব্ৰততা প্ৰকটি ভাবে প্ৰকাশ পয়েছে চলতিসিপ্তাহে। দেশেরে গ্ৰামীন এলাকা যে হাতছাড়া হয়গেছে তা নিয়ি়ে এমনকি বৃশ-ব্ৰাউন-সারকে ঘি চক্ৰেরেও দ্বেষিত নাই। এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ৰিটিনেরে ডেইলী টেলিগ্ৰাফও তা নিয়ি়ে দ্বেষিত করনো। তবে তাদেরে বশি় বাপ ছিলি, সমগ্ৰ আফগানিস্তানেরে উপর নিয়িত্বে রণ না থাকলেও তন্ত কাবুল ও তার আশপোশেরে এলাকার উপর ন্যাটো নিরাপত্তা প্ৰতিষ্ঠা করতে পরেছে। এ সপ্তাহে প্ৰমাণ হল, কাবুলেরে অতিকিাছেও তারা কতটা নিরাপত্তাহীন। পাশ্চাত্য প্ৰচার মাধ্যম ছবি ছাপছে, মোটির সাইকলে, খেলা জপিে চেপে মোজাহদিগণ কভিাবে কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়য়ে - যা পাকিস্তানে সীমান্তেরে দকিে যাওয়ার প্ৰধান সড়ক - তার আশপোশে প্ৰকাশ ঘে চলাফেরা করো। গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সামান্য দূরে ফরান্সেরে ১০ জন সনৈকিকে তারা হত্যা করছে এবং মারাত্মক ভাবে আহত করছে ২১ জনকে। পরদকিে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে বিশাল মার্কিন ষাটিকি ষাম্প সালমেেরে সম্মুখ ভাগে হামলা হয়ছে। নহিত হয়ছে ১৩ জন মারা মার্কিনীদেরে জনি় করতো, আহত হয়ছে আরো ২২ জন। গত ৭ই জুলাই বশি় বস্তু হয়ছে কাবুলেরে ভারতীয় দূতাবাস। সো বেমা হামলায় মারা যায় ৪১জন।

তবে যতই বাড়ছে প্ৰতিরোধ ততই মারমুখী হচ্ছে ন্যাটো বাহিনী। গত ২০/০৮/০৮ তারখি মার্কিন বাহিনী হরীাত প্ৰদেশেরে সনিদান্দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি নাগরকিকে হত্যা করছে। নহিতদেরে মধ্য ১১ জন মহলিা এবং ৫০ জন শশি। আর এ তখ প্ৰকাশ করছে আফগানিস্তানেরে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা দফতর। তবে আল-জাজরিা স্বেচ্ছা ব্বেচ্ছা তদিদেরে বরাত দয়ি়ে খবর দয়ি়েছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনেরেও বেশি। এখন আর শুধু তদন্ত নয়, তারা দয়ি়ে ব্বেচ্ছা তদিদেরে শাস্তি দবি়ে করছে। এর ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ট মার্কিন বম্বিন হামলায় নহিত হয়ছে ১২ জন বসোমরকি নাগরকি। একমাত্র গত ৮ মাসই তারা ১ হাজারেরে বেশি বসোমরকি ব্বেচ্ছা তকিে হত্যা করছে। কথা হলো, এমন হত্যা পাগল মার্কিনীরা আফগানিস্তানকে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন উপহার দবি়ে স্টেটিকি কডি়ে বশি় বাপ করবে? তন্ত আফগানরা স্টেটিকি আর বশি় বাপ করনো বলই এখন তারা তাদের থেকেই তারা মুক্তি চায়। আফগানদেরে কাছে জীবন বাঁচানই এখন বড় ইস্যু হয়ে দাড়াইছে।

বলা হয়ে থাকে, নজিরক ও পনে টাগণে ২০০১ সালের ১ই সেপ্টেম্বর যে হামলা হয়ছিলি আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পরকিল্পনা হয়ছিলি তারপর। কথাটি ঠিকি নয়। পরকিল্পনা হয়ছিলি নব্বইয়ের দশকই। একথা সত্য, সো ভয়িতো রাশিয়ার

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

লড়াইয়ে যার কনি ঘু ক্তরাষ্ট্র র মজে জাহাদিদে সাহায্য করছেলি। তবে সে সাহায্য নশির ত্ব ছিল না। তাদরে আশা ছিল সে ভয়িতে রাশায়ির পরাজয়রে পর আফগানিস্তান তাদরে তানুগত থাকববে। কনি তু তালবোনদরে ক্তমতায় যাওয়ায় যার কনিদে সে প্তরত্যাশা পূরণ হয়না। আর এ কারণে তাদরে অপসারণও যার কনিদে লক্ ষ্ য হয়ে দাংড়ায়। এবং সটে নিউয়র্কে হামলার বহু পূর্ বই। সটেকি কোন গেপন বসিয়ও ছিল না। নডিজ উইক ও ওয়াশিংটন পে ষ্টে তা নসিয়ে একাধকি নবিন্ ধ ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন পে ষ্টে প্তরথম প্ত্রায় ছাপা হয়, সতাইএ সথোনে ১৯৯৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদে লক্ ষ্ য়ে কাজ করছিল। ২০০১ সানরে ওরা তক্টে বর ওয়াশিংটন পে ষ্টে থবর ছাপে, ক্তলিন্টন প্ত্রশাসন এবং পাকিস্তানে প্ত্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ১৯৯৯ সালই বনি লাদনেকে হত্ যার পরকিল্পনা করছেলি। কনি তু সটেসিম্ ভব হয়না। তার আগই জনোরলে মজে শাররফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করেন। জনোরলে মজে শাররফ আর সে পরকিল্পনা নসিয়ে এগুয়না। ইংল্ যান্ ডে থেকে প্ত্রকাশতি জনেস ইন্টারন্যাশনাল স্কিউরিটির ২০০১ সালরে ১৫ই মার্চ প্ত্রকাশতি রপিরে টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও রাশায়ির সহযে গতি নসিয়ে যু ক্তরাষ্ট্র র তালবোন সরকাররে অপসারণে চেষ্টা করে। এ লক্ ষ্ য়ে পূরণে যু ক্তরাষ্ট্র র তাজকিস্তান ও উযবেকিস্তানে অবস্থতি তাদরে যাংটি থেকে নর্দার্ন অ্যালায়ন্সকে বপিল অস্ত্র জেগাতে থাকে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভেম্বরে থবর দয়ে, তালবোন সরকার হটানে রে লক্ ষ্ য়ে সতাই এ বছে নয়ে মার্ কনি ঘু ক্তরাষ্ট্র রে সাবকে প্ত্রতিরিক্ত উপদেষ্টা রবার্ট ম্ যাকফারলেনকে। তনি তালবোন বরিেষী সাবকে মজে জাহাদি নতো আব্দুল হক ও আহম্মদ শাহ মাসুদকে বছে ননে এবং সে পরকিল্পনা হয়েছিল টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার তনকে আগই। কনি তু মার্ কনিদে সে চেষ্টাও ব্ত্রয় হয়। কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকাররে হাতে। আহম্মদ শাহকে হত্ যা করতে সাহায্য করছেলি একজন আলজেরিয়ান মজে জাহাদি।

তন্থদরে ঘাড়ে অস্ত্র রেখে উদ্দেশ্যে সাধনই মার্ কনিদে প্ত্রথম প্ত্রায়েরটি। লক্ ষ্ য়ে, নজিদে তরু ও রক্তক্ ষ্য কমানো। কনি তু তালবোনদরে বরিুদ্ধে সে কৌশল সফল হয়না। ফলে নজিদেই নাঘতে হয়েছো এবং সটেরি শুরু ২০০১ সালরে ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বধি বস্ত্র হওয়ার ১ মাস পর। শুরু তই যেষা দয়িছেলি, হামলার লক্ ষ্ য়ে আল-কায়দা নতো বনি লাদনে ও তালবোন নতো মজে ল্লা ওমররে গ্ত্রফেতার এবং আল কায়দাকে ধ্বংস করা। কনি তু বগিত প্ত্রায় ৭ বছরে সে লক্ ষ্ য়ে অরুজতি হয়না। এখন তাদরেকে গ্ত্রফেতার বা হত্ যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বেয়া ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবসি কারককে হত্ যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছো কয়েক লক্ ষ্ য়ে নরিপরাধ মানুষ হত্ যায়ে। হাজার হাজার বেয়া ফলেছে বস্ত্র গ্ত্রহে, হাটোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্ত্র দেশে পরণিত হয়েছো যুদ্ধে ত্রে ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধে পরও ন্যাটো বাহিনী দেশে উপর নসিন্ত্রণ বাড়তে পারনে। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে যে নসিন্ত্রণ ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই। শুরু বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্ত্রুপ ও পঙ্ গু মানুঘরে সংখ্যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গে রপ্তানগু লো। এগু লো পরণিত হয়েছো ন্যাটো-বর বরতার প্ত্রতীক। ৭ বছর আগে যে নরিপত্ তা পতে এখন সে নরিপত্ তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন কিরাজখানী কাবলেও নয়।

তালবোনদরে ক্ত্রমবরু ধমান শক্ তবিদ্ধির কারণ জনসমর্থন। মাছ যমেন পানতি ইচ্ছামত সাংতার কাটে মজে জাহাদিরাও তমেনা জনসমর্থনের কারণে অস্ত্র কাংখে রাপ্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্ত্র জনগণকে। আফগানিস্তানে যত মুসলিম দেশে জনগণরে স্ত্রবাত মক্ সহযে গতি পতে হলে যে কোন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হতে হয়। তখন সে যুদ্ধে সাধারণ মুসলমান শুরু মখেথকি সমর্থনই দেয় না; অরু থ, সময় এবং রক্তও দেয়। রুশদে বরিুদ্ধে সটেই প্ত্রমানতি হয়েছো। এখন আবার সটেই দ্বিতীয়বার প্ত্রমানতি হচ্ ছো। ইসলামে নছিক যুদ্ধ বলে কোন প্ত্রতিশিদ্ধি নাই। যটেই আছে সটেই হিলো জ্ব্বহাদ। মুসলমানরে প্ত্রতিশিদ্ধির মক্ যমেন হালাল হতে হয়, তমেনা প্ত্রতিশিদ্ধি যুদ্ধকে জ্ব্বহাদ হতে হয়। স্ত্রযকে লার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্ত্রাণদান দুরে থাক সামান্য অরু থদানেও ধরু মপ্ত্রাণ মুসলমানরে আগ্রহ থাকে না। এটি অপচয়। এমন যুদ্ধে যোগ দেয় নছিক পশোদার বতেনভেগিও ধরু মজে অঙ গকিরশূণ্য স্ত্রযকে লাররো। কনি তু জ্ব্বহাদ স্ত্রব-মুসলমানরে। ধরু মপ্ত্রাণ মুসলমান তখন দগিাদিক থেকে ছুটে আসে পঙ্ গপালরে যত। তারা যোগ দেয় নজি-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানে জ্ব্বহাদে মজে জাহাদিরা ছুটে এসছেলি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে দেশগু লি থেকে। আফগানিস্তানে আজও সটেই হচ্ ছো। কারণ মুসলিম বশি বে এমন ব্ত্রযক্ তদিরে সংখ্যা কম নয় যারা নাযায-রোযা, হজ্ব-যাকাতরে পাশাপাশি ইসলামরে স্ত্রবোচ্চ ইবাদত জ্ব্বহাদে বশিদ্ধি ক্ত্রতে রও থুংজে। এমন ক্ত্রতে পলে তারা নজি উদ্দেশ্যে উড়ে আসে। ভেগলকি বাধা কোন বাধাই নয়। এজন্থই তালবোন

বাহনীর লড়াইকে মৌজাহদিদের আভাব হচ্ছিল না। রুশ বাহনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহনী সমস্যার হা হলে তারা ইসলামের আত্মমৌলিকি বক্ষিয়কবেও বুঝতে ভুল করছে। একটামু সলমি দেশে তামু সলমি দখলদারি এবং গণহত্যা যা জে বহিদদের বশিদ্ধ বধৈতা দিয়ে সবে সামান্য জে গুন কামিয়ার কনীদদের আছে? এতজ্ঞেতার কারণে বুঝতে পারেনা, আফগানিস্তানের জে বহিদকে কেনে আরব, পাকিস্তানী, চচেনে, উজবেকে বা উইগুর চাইনজি মৌজাহদি লড়ছে। ভাবছে, সন্তরাপী বলবে গালগিলাজ করলে বা গেয়ান তেনামে। বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তামু সলমি দেশেরে ৭০ হাজার সৈন্য ন্যাটোর পতাকা তলে কাংখে কাংখ মলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তান। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে তন্য গেলারখ ও বশিবেরে তন্য কণে থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভূগোল কেনে বাধাই সৃষ্টি করছে না। এখন প্য়ান-পাশ্চাত্য ঘবদ হলো। তাদের রাজনীতি, প্য়রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি। এর র্আও গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খ্ৰষ্টবাদ। অথচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্য ঘবদ, প্য়ান-খ্ৰষ্টবাদ ও তার প্য়তীক ন্যাটোর মৌকাবেলয়ে আফগানিস্তানে স্টেপি রবল কাজ করছে স্টেইলো। প্য়ান-ইসলামজিম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারখোর উর্খে উঠে যবে প্য়রতিরোধ লড়াই তারা লড়ছে স্টেই তাদের নছিক রাজনীতিনয়, পররাষ্ট্র নীতিনয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বচেচ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গছেনে।

আফগানিস্তানে মরুকনি বাহনীর যুদ্ধেরে একটামু রুত্বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থনৈতিক। মধ্য প্রশিয়ার তলে ও গ্য়াসেরে খনতি যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য প্রশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তলে ও গ্য়াস খনি প্য়ায় ৭৫% এখন মরুকনীদদের হাতে। স্খলাভূমি দ্বারা পরবিষেটি এ এলাকার তলে ও গ্য়াস নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তারা তলে ও গ্য়াসেরে পাইপ স্খাপন করতে চয়েছিল। তালবোনদের ক্য়মতায় থাকার কারণে স্টেপি সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো। জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধেরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি তন্য ত্র। সৌভয়িতে রাশিয়ার দখলদারি মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্য় আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জে বহিদদের ইনস্টিটিউশনে। সৌ ইনস্টিটিউশন পরটির যা দটি ছিল জে বহিদী চতেনার। ইসলামেরে বপি ল্বী আদর্শ যবে কত শক্তিশালী স্টেপি প্য়মাণ তারা ময়দানে দটি ছিল। ইসলামকে দ্বুত একটামু আদর্শিকি শক্তি হিপাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদনি ছাড়া ভূপৃষ্ঠেরে বুকে আর কেনে দেশে এত মৌজাহদি ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কেনে ভৌগলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষিয়ানুষ এখানে এক মৌহনায় এসে উপনতি হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সৌভয়িতে রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টার গটে রুপে বছে নয়েছিল মরুকনি আধিপিত্য ঘবদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরগ তালবোনদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যেরে স্খারখ ও মূল ঘবো। ধেরে প্য়রতি এটিকি তারা হুমকি রুপে মনে করবে। মুসলিম দেশে গুলতি ব্য়ভচারেরে প্য়ানগদন্ড মলিববে, মদ্যপানে শাস্তি হিববে, নষিদি খ হববে নাচগান, উলঙ গতা, বৌজাইনী হববে সূদী শোষণ ও কায়কারবার - এমনটি তাদের কাছেরে গ্য়রহনযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্য়াজ্যেরে বপি তার না হেক, তন্য ততঃ এগুলোকি তারা বশি বময় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বশিবকে অভিনিন্য মানচতিরে আঙতায় আনতে না পারলেও একটামু অভিনিন্য মূল ঘবো। ও সংস্কৃতির আঙতায় আনা। তাছাড়া তাদের বচিরণত বশি বময়। তারা যখনে যায় মদ্যপান, ব্য়ভচার, সূদখে রীর ন্যায় অত্য়াসপুলে। সাথে নয়েই যায়। বশিবেরে ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সগেল নিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাই নরিনন্দ হববে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বশি বময় প্য়চার করার প্য়য়াসকে বাধা প্য়ত করছিল তালবোনরা। শূধু আফগানিস্তানেই নয়, তন্য ঘন্য মুসলিম দেশেও। তালবোনদের উচ্ছদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরগেরে কাছেরে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং স্টেপি গোপন বক্ষিয়ও ছিল না। মরুকনি প্য়সেডিনে ট জরজ বুষ এবং প্য়াক্তন ব্য়টিশি প্য়ধানমন্ত্য়ী ব্য়লয়োর বলছেলিনে, এটি ছিলো দুটামু ল্ঘবে। ধেরে যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সৌ মূল ঘবো। ধেরে বজিয়ে। একই যুক্তিতে প্য়সেডিনে ট পদপ্য়ার্থী বারাক ওবামা বলছনে, পাশ্চাত্যেরে মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। ব্য়টিশি প্য়ধানমন্ত্য়ী ব্য়রাউন বলছেনে, আফগানিস্তান হলো আসল ফ্য়নটলাইন। একই মত ফ্য়রান্সেরে প্য়সেডিনে ট ও জার্মান চ্য়ান্সলেরেরেও। এভাবে এ যুদ্ধ মরুকনি যুক্তরাষ্ট্রেরে একার যুদ্ধ থাকনে। পরণিত হয়েছো ইসলামেরে বরিদ্ধে সমগ্য় পাশ্চাত্য খ্য়টান জগতেরে যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়জে করতে গিয়ে প্য়সেডিনে ট বুষেরে মূখ দিয়ে একবার ক্য়সডে শব্দটিও বের হয়েছিল। তাই যুদ্ধেরে শুরুরে বনি লাদনেককে হত্যা করা প্য়য়াসে। রাটি বিলে যবেষণা করা হলেও আজ আর স্টেপি মূখে আনা হয় না। এখন স্টেপি শরয়িত আইনের উচ্ছদে, জে বহিদী ইসলামেরে বনিশ। তালবোনদের অপরাধ শূধু এ নয় যবে তারা বনি লাদনেককে আশ্য়রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরয়িত প্য়রতিষ্ঠা করেছিল। এবং জহোদকে বশি বময় করেছিল।

Written by ফরিদে জে মাহুবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শূন্য সাধারণিক নয়; আদর্শিকি এবং সাংস্কৃতিকি। ইসলামের মৌলিকি বশি বাসগুলে একে মৌলবাদ বলে সগেলে রাই বলিপু তিচায়। ফলে তারা শূন্য বোমারু বমিয়ান, টাংক ও গেলোবারুদ নয়ই সখোনো হাজারি হয়নি, হাজারি হয়েছে শক্ তিশালী প্ রচার মাধ্ যম, স্ যকে লার মডলেরে স্ ক ল, মদ, অশ্ ললি ভারতীয় ও হলডিডরে ছায়াছবিও অসংখ্ য স্ যকে লার এনজিও নয়িও। এনজিওগু লে। বাংলাদেশেরে মহলিদরে যমেন রাস্ তায় নাময়িছে এবং লেনে দেওয়ার নামে স্ দু থাওয়ার ন্ যায় তাতী জঘন্ য হারাম কাজকে সংস্ ক্ তিবানয়ি ফলেছে স্ টে তারা আফগানস্ তানেও করতে চায়। ইসলাম এমনকি ইজ্ বরে ন্ যায় ফরয কাজেও মহলিদরে একাকী যতে দেয় না। অথচ এনজিও গুলিমহলিদরে একাকী গাছ পাহারায় নাময়িছে, দে কানো বসয়িছে। য়ে মূল্ যবো থরে কারণে ঢাকা বা মূল্ বাইয়ে পততিব্ ত্ তি বা ব্ যভটিার যমেন শাস্ তি য়ে াগ্ য অপরাধ নয় বরং আইনসদি ধ্ একটি পেশা, স্ টে তারা আফগানস্ তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পিণ্ যরে ন্ যায় নারী দহেকেও সহজে কনো-বচোর পণ্ য়ে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে ব্ যভটিারদিরে পাথর মরে হত্ যার কে রআন আইন অমানবকি। তালবোনদরে পরাজয়রে পর বজিযী শক্ তি তাই য়ে ষণা দয়িছেলি, আর যাই হকো শরয়িতরে আইন তারা প্ রতষ্ ঠিতি করতে দেবে না। হামলার লক্ ষ্ য য়ে নছিক বনি লাদনে ও মৌ ল্ লা ওমরে হত্ য়া নয় বরং ইসলামেরে বধিয়ান ও মূল্ যবো থরে নরি মূল্ স্ টেই স্ দেনি প্ রকাশ পয়িছেলি। তাদের কথা, ইসলামকে জহিদমূ ক্ ত করতে হবো। কারণ, এ জহিদী চতেনাই পাশ্ চাত্ যরে আখপিত্ য বস্ তিররে পথে বড় বাখা। জহিদী চতেনার শক্ তি তারা স্ বচক্ য়ে দেখেছে রাশয়ির বরি দু ধে। দেখেছে লবোননে। য়ে ইসরাইলী সাধারণিকি শক্ তিরি বরি দু ধে মশির, সরিয়ী ও জর্ দানরে মলিতি বাহনী এক সপ্ তাহ্ টকিতে পারনে স্ ইসরাইলী বাহনীকে তনি সপ্ তাহ্ যাপী রু খছে হজিবুল্ লাহ। একই শক্ তিবলে হামাস ইসরাইলীদরে বতিডিতি করছে গাজা থেকে। এ জ্ বাহিদী চতেনা-সম্ পন্ ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মূল্ সলমানরো কনো ধরণরে অস্ ত্ র বানাবে বা ব্ যবহার করবে স্ টে যমেন নরি ধারণ করতে চায় তমেন ইসলামেরে কনো শক্ ষাকো গ্ রহন করবে বা বর্ জন করবে স্ টেও তারা নরি ধারণ করে দতি চায়। আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর যুদ্ধ কনো জাতয়িতাবাদী শক্ তিরি বরি দু ধে নয়, কনো জাতীয় সরকাররে বরি দু ধেও নয়। বরং স্ টেইলো। ইসলাম ও ইসলামি মূল্ যবো থরে বরি দু ধে। এখাই তালবোনদরে বড় সাফল্ য। পপ্রিলেও স্ টে পারনে। কাশ্ মরীরাও এ যাবত পারনে। (অবশ্ য কাশ্ মরীরা ইদানি জাতয়িতাবাদ ছুড়ে ইসলামেরে দকি আসছে। তারা এখন শ্ লে াগান দটি ছে 'আজাদীকা মতলব কয়ী? লা ইলাহা ইল্ লাল্ লাহ') অথচ তালবোনরা এ যুদ্ধকে ইসলাম ও অনসৈলামেরে যুদ্ধে পরণিত করছে। পরণিত করছে স্ যকে লারজিয ও জাতয়িতাবাদমূ ক্ ত এক নরি ভেজাল জ্ বহিদে। এমন যুদ্ধে মহান আল্ লাহও তাদের পক্ য়ে হয়ে যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়ছেলি। তালবোনদরে বশি বাস, আল্ লাহর সাহায্ য ও বজিয তৌ এ পথেই স্ নশি চতি হয়। কথা হলো, ন্ য়াটোর বমিয়ানগু লে। আফগানদরে অসংখ্ য বাড়ী-ঘর ও দে কানপাট গু ড়য়িে দতি পারলেও এ বশি বাসকে তাক করে ক্ একটি গে লাও ছু ড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮

আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর অত্ যাসন্ ন পরাজয়
ফরিদে জে মাহুবুব কামাল

বগিত একশত বছরেরে মানব ইতিহাসে সবচয়ে গ্ রু ত্ বপূ র্ ণ য়ে ঘটনাটি ঘটছে স্ টেইলো। বশি বরে দু টি বশি বশক্ তিরি মাঝে একটির পরাজয় এবং বলিপু তি। বশি শতাব্ দরি ইতিহাসে এটিই ছিল সবচয়ে বড় রকের ড। এবং স্ ইতিহাস নরি যতি হয়ছেলি আফগানগানদরে হাতো। বলিপু ত স্ বশি বশক্ তটিইলো। স্ ভয়িতে রাশয়ি। আফগান য়ে জাহদিগণ দীর্ য ১০ বছরেরে যুদ্ধে স্ ভয়িতে রাশয়ির এতটাই অর্ থনতৈকি রক্ তক্ যরণ ঘটয়িছেলি য়ে দেশেটির পক্ য়ে তার বশাল দহে নয়িে টকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। স্ দেনি জতিছেলি আফগান য়ে জাহদিরা। স্ টেও অন্ য কনো দেশেরে সাথে ক্ য়ে লশিন করে নয়। স্ বজিযেরে ফলে ডজন

Written by ফরিদে জাহাঙ্গীর কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

খানকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। তখাচ সোভিয়েত রাশিয়া চীনরে মত জনসংখ্যা বর্ষে বর্ষে সবচেয়ে বড় দেশটিকে আদর্শকি দখলে নিয়েছিল। দখলে নিয়েছিল ইউরোপের অর্ধেক রাষ্ট্রকে। এর পূর্ববর্তে শতাব্দীতে তখা উনবিশ শতাব্দীতেও তারা আরকেটিবিশ্ববরকের ডগড়ছিল। সটেছিলো, সবে সময়েরে বর্ষে বর্ষে একমাত্র বর্ষে বর্ষকতিগিরটে বর্টিনেকে শেচনীভাবে দুইবার পরাজতি করছিল। একবার তে। হামলাকারি বর্টিশি সনোদলকে সম্পূর্ণ নশিচহিন করে দিয়েছিল। পালিয়ে পরণে বেচছিল মাত্র কয়েকজন। তখন তাদের জনসংখ্যা আজকেরে বাংলাদেশেরে একটা জেলার সমানও ছিল না। তখাচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরেও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশে উপমহাদেশে ১১০ বছর বর্টিশিরে গেলেমী করছে। আফগান যোজাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্যাটরিকি করতে যাচ্ছে। বর্ষ-বর্ষকতির উপর এটি হবে তাদের তৃতীয় বজিয়ে। তারা পরাজতি করতে যাচ্ছে শুধু মার্কিন বাহনিকে নয়, ন্যাটোর সম্মিলিত বাহনিকে। একবিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হবে আরকে নয় বরকের ড। পরাজয়েরে সবে ঘন্টা বজে উঠছে পাশ্চাত্যেরে মডিয়াতে। বর্টিনেরে গার্ডিয়ান পত্রিকার পৃষ্ঠা কলামিষ্ট সাইমন জনেকনি সপটেসি স্পৃষ্ট করে লিখেছেন গত ২০ই আগস্টেরে সংখ্যায়। তার মতে, আফগানিস্তান ন্যাটোর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তারা যো পরাজতি হচ্ছে তা নিয়ে আর সামান্য তম সন্দেহও নেই। তার কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর যদ্যকি থাও আরকে ভিয়েতনামেরে দ্যকি দ্রুত খাতি হয় সটে আফগানিস্তান। সমগ্র বর্ষে লড়াকু জহিদিদেরে জন্ম বড় কাণ্ডখতি স্থানটি এখন আর ইরাক নয়, সটে আফগানিস্তান। ন্যাটোর পরাজয়েরে সবে সুরধ্বনি হয়ে বর্টিনেরে ইনডিপিন্ডেন্স পত্রিকার পৃষ্ঠা কলামিষ্ট রবার্ট ফর্সি করে লেখতেও। ২০০১ সালেরে অক্টোবরে মার্কিন বাহনী দেশটিকে দখলে নিয়েও শুরুতই তারা বঝতে পারে দেশটিকে নয়িত্রণে রাখা তাদেরে একরপক্ষে সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশটি নিয়িত্রণেরে দায়ভার চাপায় ন্যাটোর উপর। ফলে হাজারি করে পরণ ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সৈন্যকে। এখন দাবী উঠছে, আরো সৈন্য চাই। বাড়তি সৈন্য সংখ্যা বজিয়ে সম্ভাবনা কিতাদো বাড়াবে? পুরুত্রে মাছেরে সংখ্যা বাড়লে যেনে শকিরীর মস্ম শকিরে সুবধি হয় তেনে সুবধি হবে তালবানদেরে। সাবকে মার্কিন পরণসেইনে টি জমি কারটারেরে নরিপত তা বধিয়ক পরামর্শদাতা যাবর্জেনিসি কিলছেন, আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এতে আফগানদেরে ক্রোধ বাড়বে।

হতাশা ফটে উঠছে। এমনকি আফগানিস্তানে মার্কিন বাহনীর কমান্ডারেরে সাম্প্রতিকি বক্তব্যেও। তিনি লিখেছেন, যোজাহদিদেরে নরিপদ আশ্রয়কনে দ্রুত বংস ও পাক-আফগান সীমান্ত দিয়ে তাদেরে তনুপূর্ববে বন্ধ করতে না পারলে বজিয়ে অসম্ভব। যোজাহদিদেরে নরিপদ আশ্রয়কনে দ্রুত বলতে তিনি বঝিয়েছেন পাকিস্তানেরে সীমান্ত পূর্বদেশে ও বলেচিসি তানকে। কনি তু সটেকি সম্ভব? সটে সম্ভব নয় বলেই নশিচতি বলা যায়, আফগানিস্তানে তাদেরে বজিয়েও অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর তার নজি সীমান্তে বশিল উগ্চু দেওয়া ও বদৈ যুক্তি তারেরে বডো দিয়েও পূর্ববেশী মকে সকি। থেকে বতোইনী তনুপূর্ববেকারদেরে পূর্ববেশে একে দিনেরে জন্ম ও রুখতে পারনে। যোমানুষ আটলান্টিকি বা পূর্বশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে পারে তারা কিতাদেশেরে সীমান্তও অতিক্রম করতে পারে না? পূর্ববেশের হাজার হাজার মকে সকিন পূর্ববেশে করছে যুক্তরাষ্ট্রেরে। আর পাক-আফগান সীমান্ত সম্ভূমনিয়, সমৃদ্ধ-ঘরোও নয়, বরং দুর্গম পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গলে ঘরো। ফলে এ সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বসিত পাহাড় পর্বতেরে কোন কোনা দিয়ে কে কতিবে পূর্ববেশে করছে সটেকিয়কে লক্ষ সীমান্ত পূর্ববেশী দিয়েও কতিখা সম্ভব? সটে দখলদার রুশ বাহনী পারনে। ভারত শাসনকালে বর্টিশিরাও পারনে। ন্যাটো বাহনীও পারছে না। তখাচ ন্যাটো সবে পাহারাদারকি দায়তি চাপাচ্ছে পাকিস্তানেরে উপর। পাকিস্তানেরে সবে অর্থবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নেই। ভারতেরে সাথে তার নজিরে সীমান্ত পাহারা দতিই পাকিস্তান হিমিসীম খাচ্ছে। সম্পূর্বকিাশ্মীর অশান্ত হওয়ায় তার দুশ্চিন্তা আরো বড়েছে। ফলে তারা কনে নজি খরচে আফগান সীমান্ত পাহারা দবি? এটিতে আফগান সরকার ও মার্কিনীদেরে কাজ। মার্কিনীদেরে চাপে তাদেরে তনুগত বন্ধু জনোরলে যোশাররফ তবুও বহু চেষ্টা করছে, কনি তু পারনে। তখাচ যোশাররফেরে সবে ঘরুখা মার্কিন পূর্বশাসন মনে নতি পারনে, বলেছে যোশাররফ একাজে তান তরকি ছিল না। এখন তালবানদেরে শকতিব্দখরি জন্ম দোষ চাপিয়েছে পাকিস্তানেরে সরকার ও তাদেরে গেয়েনে দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষেদকি বৃশ পূর্বশাসনেরে কষেতে এতটাই বড়েছিল যোশাররফেরে অপসারণেও যায় দিয়েছে। পাকিস্তানেরে তত্ঘন তরে নজিরোই বহুবার বেয়ো বর্ষণ করছে এবং বহু নরিপরাধ নরীহমানুষকে তালবান বলে হত্যা করছে। আর এভাবে পাকিস্তানেরে রাজনীতকি আরো অস্থিতিশীল করছে। পাকিস্তানেরে তত্ঘন তরে মার্কিন বেয়ো বর্ষণে পাকিস্তানেরে সার্বভৌমত্ব ঘটবে লংঘতি হলো। সটে পাকিস্তানেরে যো কোন সরকারেরে পক্ষে মনে নেওয়া অসম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারেরে পক্ষে অত্ঘন ত কঠনি হয়েছে মার্কিনীদেরে পক্ষে নেওয়া। এতে তালবান বাহনীর রকি রটমেন্ট ও সমর্থন বড়েছে পরণ ডাবে, এবং সটে বঝা যাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেরে রণকষেতে রো। তালবানরা যো শুধু আফগানিস্তানেরে ৭০% দখলে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

নয়িছে তাই নয়, পাকসি় তানরেও সীমান্ত প্ রদশে ও বলে চিস্ তানরে বশিল পাহাড়ী এলাক্ ঙা নজি দখলে নয়িছে□
পাকসি় তানরে পুলশি বা প্ রশাসনরে কর্ মকর্ তাদরে প্ রবশে সথোনে তসম্ ভব□ পাকসি় তান সনোবাহনীকিওে যতে হয়
হলেকিপ্ টার গানশপি ও ভারকিামান নয়িছে□ সটেওি কয়কে দনিরে দখল জময়ি়ে রাখার জন্ ঘ□

ন্ যাটে ার ব্ ঘর্ থতা প্ রকটি ভাবে প্ রকাশ পয়েছেে চলতিসিপ্ তাহে□ দেশেরে গ্ রামীন এলাকা ঘে হাতছাড়া হয়ে গেছেে তা নয়ি়ে
এমনকি ব্ শ-ব রাউন-সারকবে ষী চক্ ররেও দ্ বঘিত নহে□ এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ রটিনেরে ডেইলী টেলিগ্ রাফও তা
নয়ি়ে দ্ বঘিত করনো□ তবে তাদরে বশি় বাস ছলি, সয়গ্ র আফগানসি় তানরে উপর নয়িন্ ত্ রণ না থাকলেওে তন্ ততঃ কাবুল ও তার
আশপোশরে এলাকার উপর ন্ যাটে া নরিাপত্ তা প্ রতষ্টি ঠা করতে পরেছেে□ এ সপ্ তাহে প্ রমাণ হল, কাবুলরে ততকিাছেওে তারা
কতটা নরিাপত্ তাহীন□ পাশ্ চাত্ য প্ রচার মাধ্ যম ছব্ ছিপছে, য়ে টির সাইকলে, খে লা জপি়ে চেপে য়ে জাহদিগণ কভিাবে
কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়ে - যা পাকসি় তানে সীমান্তরে দকি়ে যাওয়ার প্ রধান সড়ক - তার আশপোশে প্ রকাশ্ য়ে চলাফরে
করে□ গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সাযান্ য দু়ে ফ্ রান্ সরে ১০ জন সনৈকিক্ তারা হত্ যা করছেে এবং মারাত্ মক ভাবে
আহত করছেে ২১ জনক্□ পরদকি়ে পাকসি় তান সীমান্ত থেকে মাত্ র ২০ মাইল দু়ে বশিল মার্কনি ঘাট্ কি়ে ঘাম্ প সালমে ার
সম্ য্ থ ভাগে হামলা হয়ছেে□ নহিত হয়ছেে ১৩ জন যারা মার্কনিদেরে জন্ য করত়ে, আহত হয়ছেে আরে ২২ জন□ গত ৭ই
জুলাই বধি় বস্ ত হয়ছেে কাবুলরে ভারতীয় দু়াবাস□ স্ বে মা হামলায় মারা যায় ৪১জন□

তবে যতই বাড়ছে প্ রতরি়ে া ততই মারমু খী হচ্ ছে ন্ যাটে া বাহনী□ গত ২০/০৮/০৮ তারখি়ে মার্কনি বাহনী হরিাত প্ রদশেরে
সনিদান্ দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি়ে নাগরকিক্ হত্ যা করছেে□ নহিতদেরে যধ্ য়ে ১১ জন মহলি়া এবং ৫০ জন শশি়□ আর এ
তথ্ য প্ রকাশ করছেে আফগানসি় তানরে স্ বরাষ্ ট্ র দফতর□ তবে আল-জাজরি়া স্ থনী় ব্ যক তদিরে বরাত দয়ি়ে খবর
দয়ি়েছেে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনরেও বশৌ□ এখন আর শূ ধ্ তদন্ ত নয়, তারা দায়ী ব্ যক তদিরে শাস্ তি দাবী করছেে□ এর
ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ ট্ মার্কনি বমি়ন হামলায় নহিত হয়ছেে ১২ জন বসোমরকি়ে নাগরকি়ে□ একমাত্ র গত ৮ মাসহে তারা ১
হাজারে বশৌ বসোমরকি়ে ব্ যক্ তকি়ে হত্ যা করছেে□ কথা হল়ে, এমন হত্ যা পাগল মার্কনিরা আফগানসি় তানকে গণতন্ ত্ র
ও উন্ নয়ন উপহার দবি়ে সটে কিকি়ে বশি় বাস করবে? তন্ ততঃ আফগানরা সটে ার বশি় বাস করে না বলহে এখন তারা তাদরে
থকেহে তারা ম্ ক্ তি চায়□ আফগানদেরে কাছে জীবন বাঞ্চানই এখন বড় ইস্ য় হয়়ে দাংড়য়ি়েছেে□

বলা হয়়ে থাকে, নিউয়র্ ক ও পনে টাগণে ২০০১ সালরে ১ই সপে টম্ বর য়ে হামলা হয়ছিলি আফগানসি় তানে মার্কনি হামলার
পরকিল্ পনা হয়ছিলি তারপর□ কথাটি ঠিকি নয়□ পরকিল্ পনা হয়ছিলি নব্ বইয়রে দশকহে□ একথা সত্ য, স্ে ভয়ি়েতে রাশয়ি়ার
লড়াইয়ে মার্কনি য়্ ক্ তরাষ্ ট্ র য়ে জাহদিদেরে সাহায্ য করছিলি□ তবে স্ে সাহায্ য নঃশর ত্ ব ছলি না□ তাদরে আশা ছলি
স্ে ভয়ি়েতে রাশয়ি়ার পরাজয়রে পর আফগানসি় তান তাদরে তন্ গত থাকবে□ কনি তু়ে তালবোনদেরে ক্ যমতায় যাওয়ায় মার্কনিদেরে
স্ে প্ রত্ যাশা প্ রণ হয়না□ আর এ কারণে তাদরে অপসারণও মার্কনিদেরে লক্ ষ্ য হয়়ে দাংড়ায়□ এবং সটে নিউয়র্ কে হামলার
বহু প্ র্ বই□ সটে কি়ে ন গ্ে পন বসিয়ও ছলি না□ নিউজ উইক্ ও ওয়াশিংটন প্ে স্টে তা নয়ি়ে একাধকি়ে নবিন্ ধ ছাপা হয়ছেে□
ওয়াশিংটন প্ে স্টে প্ রথম প্ ষ্টায় ছাপা হয়, স্ে তাইই সথোনে ১১১৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদেরে লক্ ষ্ য়ে কাজ
করছিলি□ ২০০১ সানরে ৩রা অক্ টে াবর ওয়াশিংটন প্ে স্টে খবর ছাপে, ক্ লনি টন প্ রশাসন এবং পাকসি় তানরে প্ রধান
মন্ ত্ রী নওয়াজ শরীফ ১১১১ সালহে বনি লাদনেক্ হত্ যার পরকিল্ পনা করছিলি□ কনি তু়ে সটে সিম্ ভব হয়না□ তার আগহে
জেনোরলে য়ে াশারফ নওয়াজ শরীফক্ অপসারণ করনে□ জেনোরলে য়ে াশারফ আর স্ে পরকিল্ পনা নয়ি়ে এগ্ য়না□ ইংল্ যান ডে
থকে প্ রকাশতি জেনে স্ ইন্ টারন্ য়াশনাল স্কিডি়ারটিরি ২০০১ সালরে ১৫ই মার্ চ প্ রকাশতি রপি়ে ার্ টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও
রাশয়ি়ার সহয়ে াগতি নয়ি়ে য়্ ক্ তরাষ্ ট্ র তালবোন সরকাররে অপসারণে চষ্ টা করে□ এ লক্ ষ্ য প্ রণে য়্ ক্ তরাষ্ ট্ র
তাজকিপি়ে তান ও উযবকপি়ে তানে অবস্ থতি তাদরে ঘাট্ থকে নর্ দার্ ন ত্ য়ালয়নে স্কে বিপি়ে ল তস্ ত্ র জে াগতে থাকে□
ওয়াল স্ ট্ রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভম্ বর খবর দয়়ে, তালবোন সরকার হটানরে লক্ ষ্ য়ে স্ে তাইই এ বছেে নয়়ে
মার্কনি য়্ ক্ তরাষ্ ট্ ররে সাবকে প্ রতরিক্ ষা উপদেষ্টা রবার্ট্ ম্ যাকফারলনেক্□ তনি তালবিন বরি়ে ষী সাবকে য়ে জাহদি
নতো আব্ দুল হক ও আহম্ য়দ শাহ্ মাস্ দক্ে বছেে ননে এবং স্ে পরকিল্ পনা হয়ছিলি টুইন টাওয়ার ধ্ বংস হওয়ার তনকে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

আগেই কনি তু মার কনিদরে সচেষ্টাও বর্ধন হয় কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকারের হাতে আহমদে শাহকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিল একজন আলজেরিয়ান মোজাহদি

তন্মুদরে ঘাড়ের তপ্ত রক্তে উদ্দেশ্য সাধনই মার কনিদরে প্রথম প্রায়ের টি লক্ষ্য, নজিদেরের তর্ক ও রক্তক্ষয় কমানো। কনি তু তালবোনদের বিরুদ্ধে সচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে নজিদেরেরই নামতে হয়েছে। এবং স্টেরি শুরুর ২০০১ সালের ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বিন্ধিত হওয়ার ১ মাস পর শুরুর তই ঘটেছিল, হামলার লক্ষ্য আল-কায়দা নতো বনি লাদেনে ও তালবোন নতো মেল্লা ওমরের গুরুত্বপূর্ণ এবং আল কায়দাকে ধ্বংস করা। কনি তু বর্ণিত প্রায় ৭ বছরে সচেষ্টা তর্ক জতি হয়নি। এখন তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোম্বার্ড করে ছড়িয়ে পড়লে তার আবেগ কারককে হত্যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়েক লক্ষ নরিপরাধ মানুষ হত্যা। হাজার হাজার বোম্বার্ড ফলেছে বসন্ত গৃহে, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্র দেশ পরণিত হয়েছে দুর্ভিক্ষে। ৭ বছর লাগাতর দুর্ভিক্ষের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারেনি। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে সচেষ্টা ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই। শূন্য বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্থল ও পণ্ড গু মানুষের সংখ্যা। কবর কবর ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরণিত হয়েছে ন্যাটো-বর্ধিত প্রতিক। ৭ বছর আগে সচেষ্টা পতে এখন সচেষ্টা তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন করিডখানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবর্ধন কারণ জনসমর্থন। মাছ যখন পানিতে ইচ্ছামত সাংতার কাটে মোজাহদিরাও তখনই জনসমর্থনের কারণে তপ্ত রক্তে রাপ্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে। আফগানিস্তানে মত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পতে হলে সচেষ্টা লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হতে হয়। তখন সচেষ্টা সাধারণ মুসলমান শূন্য মৌখিক সমর্থনই দিয়ে না; তর্ক, সময় এবং রক্তও দিয়ে। রুশদের বিরুদ্ধে সচেষ্টা প্রমানিত হয়েছে। এখন আবার সচেষ্টা বর্তমানের প্রমানিত হচ্ছে। ইসলামে নছিক দুর্ভিক্ষ বলতে কনি প্রতিনিব্দ নাই। সচেষ্টা আছে সচেষ্টা জব্বাহিদ। মুসলমানের প্রতিনিব্দকে যখন হালাল হতে হয়, তখনই প্রতিনিব্দ দুর্ভিক্ষে জব্বাহিদ হতে হয়। সচেষ্টা লার বা জাতীয়তাবাদী দুর্ভিক্ষে প্রাণদান দুর্ভিক্ষে থাক সামান্য তর্কদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না। এটি উপাচয়। এমন দুর্ভিক্ষে সচেষ্টা পশোদার বতেনভেগিও ধর্ম তে অগ্নিকারশূণ্য সচেষ্টা লারের। কনি তু জব্বাহিদ সর্ব-মুসলমানের। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দর্শনিক থেকে ছুটে আসে পণ্ড গপালের মত। তারা সচেষ্টা নজি-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জব্বাহিদে মোজাহদিরা ছুটে এসেছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে। আফগানিস্তানে আজও সচেষ্টা হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন বর্ধিতদের সংখ্যা কম নয় যারা নাযায-রোযা, হজ্ব-যাকাতের পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জব্বাহিদদের বিশুদ্ধ ক্রমে ও খুঁজে। এমন ক্রমে তার নজি উদ্যোগে উড়ে আসে। ভৌগলিক বাধা কনি বাধাই নয়। এজন্যই তালবোন বাহিনীতে লড়াই মোজাহদিদের অভাব হচ্ছে না। রুশ বাহিনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহিনী সমস্যা হল তারা ইসলামের অতীত মৌলিক বিষয়কেও বুঝতে ভুল করছে। একটা মুসলিম দেশে তমুসলিম দখলদারি এবং গণহত্যা সচেষ্টা জব্বাহিদদের বিশুদ্ধ বৈধতা দিয়ে সচেষ্টা সামান্য জ্ঞান কি মার কনিদরের আছে? এ অজ্ঞতার কারণে বুঝতে পারে না, আফগানিস্তানের জব্বাহিদে কনি আরব, পাকিস্তানি, চচেনে, উজবেক বা উইগুর চাইনজি মোজাহদি লড়াই। ভাবছে, সন্তোষী বলতে গালগিলাজ করলে বা গেসান তেনামো বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তমুসলিম দেশের ৭০ হাজার সনে সচেষ্টার পতাকা তলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই আফগানিস্তানে। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে তন্য গেলার্ড ও বিশ্বে তন্য ক্রো থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভুলে কনি বাধাই সৃষ্টি করছে না। এমন প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ হলো। তাদের রাজনীতি, প্রতিক্রিয়া ও পররাষ্ট্রনীতি। এর র্তাও গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খৃষ্টিবাদ। তখচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ, প্য়ান-খৃষ্টিবাদ ও তার প্রতিক্রিয়াতে মোকাবেলায় আফগানিস্তানে সচেষ্টা প্রবল কাজ করছে সচেষ্টা প্য়ান-ইসলামিজম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারখোর উর্ধ্বে উঠে সচেষ্টা প্রতিক্রিয়া লড়াই তারা লড়াই সচেষ্টা তাদের নছিক রাজনীতি নয়, পররাষ্ট্রনীতি নয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তান তাকে ঘর কনি বাহনীর যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থাৎ তাকে মধ্য এশিয়ার তলে ও গ্যাসের খনতি যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তলে ও গ্যাস খনির পরিমাণ ৭৫% এখন ঘর কনিদের হাতে। সখলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ এলাকার তলে ও গ্যাস নিয়ে আগার জন্য আফগানিস্তানের উপর দৃষ্টি তারা তলে ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালবোনদের কৃষ্যতাথাকার কারণে স্টেটিসম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি অন্যতর। সে ভয়িত রাশিয়ার দখলদারী মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবহিদদের ইনস্ট্রাকশন। সে ইনস্ট্রাকশন পরাচিরা দৃষ্টি ছিল জুবহিদী চতেনার। ইসলামের বস্তুবাদী আদর্শ যেকোন শক্তিশালী স্টেটিসম্ভবতার ময়দানে দৃষ্টি ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শ শক্তিশালী হিঁসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদিনা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বুক আর কোন দেশে এত মৌজাহিদ ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কোন ভৌগোলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষী মানুষ এখন এক মৌহনায় এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সে ভয়িত রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টারগেট রূপে বহু নৈয়ছিল ঘর কনি আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপ তালবোনদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের সবার্থ ও মূল্যবোধের পর এটিকে তারা হুমকিরূপে মনে করলে। মুসলিম দেশগুলিতে বৃহত্তর প্ৰাণদন্ড মূল্যবোধ, মদ্যপানে শাস্তি হব, নৈয়দি ধ হব নাচগান, উল্লেখ্যতা, বতৌহনী হব, সূদী শাস্তি ও কাঙ্করবার - এমনটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্রাজ্যের বস্তুতার না হোক, তন্তঃ এগুলিকে তারা বস্তুবয় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বস্তুবকে অভিনয় মানচিত্রের আওতায় আনতে না পারলেও একটি অভিনয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বস্তুবয় বস্তুবয়। তারা যখনে যায় মদ্যপান, বৃহত্তর, সূদখেরীর ন্যায় তন্তঃ যাপন। সাথে নৈয়ই যায়। বস্তুবের ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সগে লনিয়দি ধ হলে তাদের বাঁচাটাই নরিনন্দ হব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বস্তুবয় প্ৰচার করার প্ৰয়াসকে বাধা প্ৰস্তুত করছিল তালবোনরা। শুধু আফগানিস্তানেই নয়, তন্তঃ যান্য় মুসলিম দেশেও। তালবোনদের উচ্ছদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং স্টেটিসম্ভব বস্তুবয়ও ছিল না। ঘর কনি প্ৰসেডিনেট জরুরী এবং প্ৰাক্তন বস্তুবয় প্ৰতিপ্ৰধানমন্ত্রীর বস্তুবয় বলছিলেন, এটি হলে দুটি মূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সে মূল্যবোধের বস্তুবয়। একই যুক্তিতে প্ৰসেডিনেট পদপ্ৰার্থী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। বস্তুবয় প্ৰধানমন্ত্রীর বস্তুবয় বলছেন, আফগানিস্তান হলো আগল ফ্ৰন্টলাইন। একই মত ফ্ৰান্সের প্ৰসেডিনেট ও জার্মান চ্যান্সেলরেরও। এভাবে এ যুদ্ধ ঘর কনি যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধ থাকেনি। পরণিত হয়েছে ইসলামের বস্তুবয় মধ্য পাশ্চাত্য খৃস্টান জগতের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জয়যে করতে গিয়ে প্ৰসেডিনেট বস্তুবয় মধ্য দৃষ্টি একবার ক্ৰসডে শব্দটি বের হয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুতে বনি লাদেনকে হত্যা করা প্ৰয়াসে বস্তুবয় বস্তুবয় হওয়া হলেও আজ আর স্টেটিসম্ভব আনা হয় না। এখন স্টেটিসম্ভব শরিয়ত আইনের উচ্ছদে, জুবহিদী ইসলামের বস্তুবয়। তালবোনদের অপরাধ শুধু এ নয় যে তারা বনি লাদেনকে আশ্ৰয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত প্ৰতিষ্ঠা করেছিল। এবং জহোদকে বস্তুবয় করতে শুরু করেছিল।

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শুধু সাময়িক নয়; আদর্শ শক্তি এবং সাংস্কৃতিক। ইসলামের মৌলিক বস্তুবয় বাস্তুবয় হলে মৌলবাদ বলবে সগে লে বস্তুবয় বস্তুবয়। ফলে তারা শুধু বস্তুবয় বস্তুবয়, টাংক ও গেলার বস্তুবয় নৈয়ই সখোন হাজরি হয়নি, হাজরি হয়েছে শক্তিশালী প্ৰচার মাধ্যম, স্বেচ্ছাল মডেলের স্কুল, মদ, অশ্লীল ভারতীয় ও হলডিডের ছায়াছবি ও তন্তঃ যাপন স্বেচ্ছালার এনজিও নৈয়ই। এনজিওগুলো বাংলাদেশের মহলিদদের যমেন রাস্তায় নামিয়েছে এবং লেন দেওয়ার নামে সূদখওয়ার ন্যায় তন্তঃ জয়ন হারাম কাজকে সাংস্কৃতিক বস্তুবয় ফলেছে স্টেটিসম্ভব আফগানিস্তানেও করতে চায়। ইসলাম এনজিও বস্তুবয় ফরয কাজেও মহলিদদের একাকী যতে দেয় না। তন্তঃ এনজিও গুলি মহলিদদের একাকী গাছ পাহারায় নামিয়েছে, দেকানে বস্তুবয়। যে মূল্যবোধের কারণে ঢাকা বা মুম্বাইয়ে পততিবৃত্তি বা বৃহত্তর যমেন শাস্তি যোগ্য অপরাধ নয় বরং আইনসিদ্ধ একটি পেশা, স্টেটিসম্ভব আফগানিস্তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পণ্যের ন্যায় নরী দহেকও সহজে কনো-বচোর পণ্যে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে বৃহত্তরদের পাথর মেরে হত্যা করে আন আইন অমানবকি। তালবোনদের পরাজয়ের পর বস্তুবয় শক্তিতাই যেষণা দিয়েছিল, আর যাই হোক শরিয়তের আইন তারা প্ৰতিষ্ঠা করতে দবে না। হামলার লক্ষ্য যযে নৈয়ক বনি লাদেন ও মৌলা ওমরের হত্যা নয় বরং ইসলামের বস্তুবয় ও মূল্যবোধের নৈয়ক স্টেটিসম্ভব সেনি প্ৰকাশ দিয়েছিল। তাদের কথা, ইসলামকে জহাদমুক্ত করতে হব। কারণ, এ জহাদী চতেনাই পাশ্চাত্যের আধিপত্য বস্তুবয় বড় বাধা। জহাদী চতেনার শক্তিতারা স্বেচ্ছা যযে দেখেছে রাশিয়ার বস্তুবয়। দেখেছে লবোননে। যযে ইসরাইলী সাময়িক শক্তিবস্তুবয় যশির, সরিয়া ও জরদানের মলিতি বাহনী এক সপ্তাহ টকিতে পারেনি সে ইসরাইলী বাহনীকে তনি সপ্তাহব্যাপী রুখেছে

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

হজিবুল্লাহ □ একই শক্তিবলে হামাস ইসরাইলীদের বতিড়তি করেছে গাজা থেকে □ এ জব্বাহিদী চতেনা-সম্পন্ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ □ মুসলমানরো কোন ধরণের অস্ত্র বানাবে বা ব্যবহার করবে সটেঘিমে নরিধারণ করতে চায় তমেনি ইসলামের কোন শক্তি থাকে গ্রহন করবে বা বর্জন করবে সটেও তারা নরিধারণ করে দতি চায় □ আফগানসি তানে ন্যাটারে ঘুদুধ কোন জাতয়িতাবাদী শক্তরি বরিদুধে নয়, কোন জাতীয় সরকারে বরিদুধেও নয় □ বরং সটেছিলো ইসলাম ও ইসলামি মূল্যবোধে বরিদুধে □ এখাই তালবোনদের বড় সাফল্য □ পপ্রিলও সটেপারনে □ কাশ্মীরীরাও এ যাবত পারনে □ (অবশ্য কাশ্মীরীরা ইদানিং জাতয়িতাবাদ ছড়ে ইসলামের দকি আসছে □ তারা এখন শ্লেগান দটিছে ‘আজাদীকা মতলব কয়্যা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’) অথচ তালবোনরা এ ঘুদুধকে ইসলাম ও অনসৈলামের ঘুদুধে পরণিত করেছে □ পরণিত করেছে স্কেলারজিয় ও জাতয়িতাবাদমুক্ত এক নরিভজোল জব্বাহিদে □ এমন ঘুদুধে মহান আল্লাহও তাদের পক্ষে হয়ে যান □ নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়েছিলি □ তালবোনদের বশিবাস, আল্লাহর সাহায্য ও বজিয়তো এ পথেই সুনশিচতি হয় □ কথা হলো, ন্যাটারে বমিয়নগুলো আফগানদের অসংখ্য বাড়ী-ঘর ও দোকানপাট গুড়িয়ে দতি পারলেও এ বশিবাসকে তাক করে কটিকটিগে লাও ছুড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮